বিচিত চিন্তা

রাতুল, সিডনী

চিরন্তণ সত্য আর সার্বজনীন মুল্যবোধ বলে সত্যিই কি কিছু আছে? এইতো; কাল-ই যা সত্য ছিল, রুপ-সৌন্দর্য্য আর আপন মহিমায় ছিল উজ্জ্বল- মহিমান্বিত; সময়ের আবর্তণ আর বিকশিত জ্ঞান-বিজ্ঞানে তা যদি ভিন্নরুপে, অন্য অবয়বে উপস্থাপিত হয়; তাতে করে বিশ্ব ব্রম্ভান্ডের কতটুকুই বা যায় আসে? সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে, নাকি পৃথিবীই ঘুরছে সুর্যের চতুর্দিক- নিত্যদিন-নিরন্তর; সেই সত্যের উদ্ঘাটনে বিজ্ঞানের প্রয়োজন অনস্বিকার্য্য হলেও পৃথিবী বা সুর্যের তাতে কতটুকুই বা ক্ষয়ক্ষতি? তবে মানুষ হিসেবে- সার্বজনীন না-হোক, সাধারণ মুল্যবোধের মনে হয় প্রয়োজন আছে। সেই সাথে মনুষ্যত্ব-ও যদি একটু থাকে, তবে খুব একটা খারাপ হয় না। পশু আর মানুষের মাঝে পার্থক্যটা-তো মনে হয় সেখানেই!

সত্য সুন্দর; এটা সর্বজন-বিদিত। নির্মম-ও যদি হয়, তবুও তা ব্যতিক্রমের উর্ধ্বে। তবে সত্যের অবলম্বণ- মনে হয় সহজ নয়। তাই যদি হতো, তবে চতুর্দিকে মিথ্যার এত বেসাতি কেন? সত্য বলা সহজ তাদের জন্য, যাদের জীবনে মিথ্যার খুব একটা প্রয়োজন পড়ে না। একটা গর্ব, একটা অহংকার আছে; সত্য বলার ভেতরে। সেটা অর্জন করতে সময় লাগে, নিজস্ব অবস্থানের উপরে আস্থা লাগে; সুদুর-অদুর জীবনের স্বচ্ছতা লাগে। "আমি যা- তার জন্য নিন্দিত হতে রাজি আছি, যা নই তার জন্য নন্দিত হতে রাজি নই" - এমন একটা মন-মানিসকতা আর মুল্যবোধের প্রয়োজন লাগে। এই পৃথিবীতে কেউ *পারফেক্ট* নয়; এমন একটা বিশ্বাস আর অহংকারের সরল স্বিকৃতি লাগে। এই ছোট-ছোট, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মুল্যবোধের আহরণ আর সমন্ময় সাধন, আপতঃ দৃষ্টিতে সহজ মনে হলেও- এর যথার্থ ধারণ আর সংরক্ষণ মনে হয়, সহজ নয়।

সুযোগ-সন্ধাণী মন, অন্যায় আর অসত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত জীবনে- সত্য বলার সুযোগ কোথায়? তাইতো দেখি, সম্ভাব্য বিরোধ বা মন-ক্ষুণ্ণতার সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করে সত্য ভাষণে একজন যখন "উন্নত মম-শীর"; তখন আর-একজন মনের মাধুরী মিশিয়ে কল্পনার ফানুসে ভেসে, মিথ্যার স্বর্গরাজ্য রচনা করে চলে। একজন যখন সত্যের স্বিকারক্তিতে মহত্বের প্রেরণায় যেকোন *কন্সিকিউয়েন্স* মেনে নেয়ার গর্বে গর্বিত, অন্যজন তখন সম্ভাব্য বিরোধের পরিচিত বাঁককে পাশ কাটিয়ে মিথ্যা-গলির সহজ পথকেই আঁকড়ে ধরে। জীবন আর পারিপার্শ্বিক শান্তির প্রয়োজনে, অসত্যের এই পরিবর্তিত মতাদর্শ, সত্যিই কি সার্বিক ভাবে অসুন্দর-পরিত্যাজ্য? প্রশ্ন জাগে মনে ।

'চুরি-তো চুরি- আবার সিনা-জুরি"। অন্যায় করেছে, আবার গর্ব করে, ঘাড় উঁচু করে সিংহনাদ ছাড়ছে- সহজ সত্যের, সরল স্বিকারক্তির মুল্যায়ণ যদি হয় এভাবে;- তার চেয়ে মিথ্যা বলাই কি শ্রেয়?

মিথ্যার সাথে ভয়ের একটা চমৎকার সম্পর্ক আছে। সর্ব শক্তিমান বিধাতা থেকে শুরু করে রাজা-বাদশা, মন্ত্রী-মহোদয়, পাড়ার মাস্তান, গৃহ কর্তা, গৃহ-কত্রী; এমনকি আম-জনতার প্রায় সবাই উৎফুল্ল হয়, পুলকিত হয়; যখন জানে ভক্তি না-হোক অন্ততঃ ভয় পায় তাকে, আশ-পাশ; অন্যপক্ষ। তাহলে?

ঠিক কি, বেঠিকেরই বা সার্বিক ও সার্বজনীন অবয়বটা দেখতে কেমন, ভাবতে গিয়ে হোঁচট খাই। সেদিন ***টক-বেক*** রেডিও (৭০.২)র সকালের অধিবেশনের ***'স্প্রিং ডক্টর'***- পর্বের জনৈক বক্তার

একটা উক্তি, ব্যাপারটাকে আরও বেশী করে ভাবিয়ে তুলেছে। তিনি অস্ট্রেলিয়ার একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কথা বলতে গিয়ে তার পরিবর্তিত মুল্যবোধ, *'টুইস্টেট মরালিটি'র* উপর আলোকপাত করেন। এই সমাজ ব্যবস্থাতেও *'টুইস্টেট মরালিটি'!* – ব্যাপারটা ভাবিয়ে তুলেছে।

সিডনী থেকে প্রকাশিত ইন্টারনেট পত্রিকা কর্ণফুলি সম্পাদক, আমার বিশেষ পরিচিত। তার ক্ষুরধার লেখনি শক্তি অনেকের মতোই আমাকেও আকর্ষণ করে। তাঁর উপস্থাপনার ঢং-টার সবটা সব সময় সহজ ভাবে মেনে নিতে না পারলেও, তাঁর সাহস এবং লেখনী শক্তির আমি প্রশংসা করি। এখন মাঝে-মাঝে মনে হয়; ঢং-টার ব্যাপারে আমি যা ভাবছি, যেভাবে ভাবছি- সেটাই যে ঠিক, তার নিশ্চয়তাই বা কতটুকু?

"সিডনীতে বর্তমানে কর্ণফুলিই একমাত্র পত্রিকা, যেখানে কমিউনিটি কর্মকান্ডের সঠিক উপস্থাপনা থাকে। সম্পাদক বনি আমিন সাহসী। তার অধ্যাবসায় প্রশংসার দাবি রাখে। তার প্রাপ্তির ঝুড়িটা মনে হয় আর একটু ভারী হতো, সে যদি সব কিছু নিয়েই অহেতুক খোঁচাখুঁচি না করতো।"- সেদিন সন্ধ্যায় এক বন্ধুর সাথে কথোপকথনে, এমনই একটা বক্তব্য রেখেছিলেন তিনি। ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজেরও ঐ বক্তব্যের সাথে তেমন একটা দ্বিমত নেই। তবে প্রশ্ন হলো, অসুন্দর অন্ধগলির সত্য উপস্থাপনার *ফাইন লাইনটা* আসলে কি হবে? কোথায় হবে?

কমিউনিটির সঠিক তথ্যের সবল উপস্থাপনার জন্য নিভীকতা এবং সেই সাথে স্বার্থহীনতা ও মোহের মুক্তির প্রয়োজন হয়। কর্ণফুলির সেটা আছে। কর্ণফুলি মনে হয় পয়সা কামানোর মেশিন নয়। এপাশ-ওপাশ এ ছোট ছোট বিজ্ঞাপন দিয়ে দু'পয়সা কামানোর চিন্তা তার নেই। হাই কমিশনার নিজে থেকে তাকে কোন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, এই গর্বে তাকে কখনো গর্বধারণ বোধ করতে দেখিনি। কমিউনিটি এদিক-সেদিক বিশেষ অনুষ্ঠানে কয়েক মুহূর্ত মাইক হাতে পাওয়ার মোহ তার আছে বলে মনে হয় না। পারিবারিক বা রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের জন্যও মনে হয় কর্ণফুলির জন্ম হয়নি। তাই হয়তো কর্ণফুলির জন্য যা সহজ, অন্যের জন্য তা অচিন্ত্যণীয়।

বসন্তের এই নতুন দিনে কর্ণফুলির জন্য রইলো সামনে দিকে এগিয়ে যাওয়ার ফুললিত শুভেচ্ছা।

পুনশ্চঃ- **"কুকুরের কাজ কুকুর করেছে, কামড় দিয়েছে পায়। তাই বলে কি কুকুরে কামড়, মানুষের শোভা পায়"**। কবি কি অর্থে এই কবিতা লিখেছিলেন, জানি না। কুকুর পায়ে কামড় দিলে, কুকুরের পায়েই যে কামড় দিতে হবে, এমন তো কোন কথা নেই। কামড়া-কামড়ি করা মানুষের কাজ না। সগোত্রের মাঝে মেনে নিলেও, কুকুরের পায়ে কামড় দেয়ারতো প্রশ্নই উঠে না। তবে পাগলা কুকুর ছাড়া থাকলে, সে আবার কামড়াবেই। কুকুরের পায়ে কামড় বা মাথায় বাড়ি দেয়া যুক্তিযুক্ত না হলেও পাগলা কুকুরের কোমরে হালকা করে লাথি দিয়ে তাকে খাঁচায় ভরাব দায়িত্বটা-তো কাউকে না কাউকে নিতেই হবে। - আমি ব্যক্তিগতভাবে এই মতাদর্শে বিশ্বাসী। কর্ণফুলির মাঝে এই মতাদর্শের প্রতিফলণ দেখি। তাই হয়তো কর্ণফুলিকে ভাল লাগে।

-----------------------------------রাতুল, সিডনী, ০৩/০৯/২০১১

রাতুলের আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন